টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র সুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুন্সী বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 2nd June. 1971 | ৩য় সংখ্যা

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

বাজেট + ভাবনা = সমাধান

তখন আমি পুলকে ডগমগ। একেবারে ঘেমে উঠেছি। সত্যই ঘুম ভাঙ্গলে দেখি, গা ঘামে সপসপে। গৃহিণীকে স্বপ্নাদ্য সব কথা বললাম। যাক্, সব দুশ্চিন্তার একটা সমাধান হয়ে গেল। তিনি হাঁ করে সব শুনছিলেন। বললেন—হাঁ গো, তা অত সুখ কি আমাদের কপালে সইবে? আসছে বার ভোট দেবার জন্যে বেঁচে থাকবো না?

'পাক-প্রচারের তালিকায় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এম-পি'

ফলশ্রুতি—ডাঃ ইয়াজদানি ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা গ্রেপ্তার

গত ২৬শে মে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় উপরের উদ্ধৃতি-চিহ্নমধ্যস্থ শিরোনামযুক্ত সংবাদ। গত ১লা জুন ১৯৭১ সালের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারক্ষা অর্ডিনান্স অনুসারে ডাঃ গোলাম ইয়াজদানি এবং সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ডাঃ ইয়াজদানি বহুদিন থেকে মালদহ জেলার বেড়বা কেন্দ্রের এম, এল, এ; এবারের নির্বাচনে তিনি সি-পি-এম প্রার্থী হিসাবে জয়ী হন। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় তিনি স্বরাষ্ট্র (পাশ পোরট) এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। সৈয়দ বদরুদ্দোজা মুর্শিদাবাদ এর এম-পি ছিলেন। এবারে অবশ্য তিনি হারিয়া যান। এই দুইটি গ্রেপ্তারে সমস্ত রাজনৈতিক মহল হকচকাইয়া গিয়াছেন বলিয়া খবরে জানা যায়। সি-পি-এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানাইয়াছেন যে, ডাঃ ইয়াজদানি এবং সৈয়দ বদরুদ্দোজার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে। শ্রীবসুর মতে ডাঃ ইয়াজদানি ও সৈয়দ বদরুদ্দোজার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা নাই। জনগণ পরবর্তী চিত্র দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকাশ করে ভারতমাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিরূপে নিবেদন করব,—এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়ে পূর্ণতর জীবন লাভ করব।

—নেতাজী

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ বাজেটের বাজ ॥

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক-কংগ্রেসের 'গরিবী হঠাও' শ্লোগান নির্বাচনের পর চমৎকার ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট তাহারই পরিচয় দিতেছে। এবারের বাজেট নাকি যাঁহারা রূপার চামচা মুখে লইয়া জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বেশীর ভাগটা আদায় করার লক্ষ্য রাখিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। তবুও গরীবেরা রেহাই পাইয়াছেন—একথা জোর করিয়া কেহই বলিতেছেন না। ধনীকে যেমন দিতে হইবে, তেমনি আনিবার ব্যবস্থা তাঁহাদের থাকিবে। কিন্তু গরীবেরা যাহা দিবেন, তাহা তাঁহারা অতি সীমিত সঙ্গতি হইতে দিতে বাধ্য হইবেন। রুটি-বস্ত্র-বিলাসদ্রব্য প্রভৃতি, রোগীর ঔষধ, পেট্রোল ইত্যাদি বর্দ্ধিত মূল্য লইয়া ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দশ পয়সার একখানা ছোট রুটি ও এক ভাঁড় চা—মোট কুড়ি পয়সায় যে মজুর একবেলা কাটাইতেন, এখন সেখানে পঁচিশ পয়সাতেও কুলাইবে না। মোটা, মিহি সর্বশ্রেণীর কাপড়ের দাম বাড়িবে। অর্থাৎ মানুষের অন্ন-বস্ত্র এবং রোগীর ঔষধ কিছুই বাদ দেননি সমাজতান্ত্রিকতার মুখোশপরা বর্তমান অর্থমন্ত্রী। ট্রেণে উঠিলে বেশী ভাড়া আপনাকে দিতে হইবে, বাসে যাতায়াত করিলে ভাড়া বেশী গুণিতে হইবে। কিছুতেই আপনার রেহাই নাই। বাসে যাতায়াতকারীরা সাধারণ মানুষ। মাথাপিছু বাসযাত্রীর পাঁচ পয়সা অতিরিক্ত দিতে হইলে যে টাকা আদায় হইবে, সম্পন্নদের ব্যক্তিগত গাড়ীর পেট্রোল খরচ দরুণ যে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে তাহা শেষেরটির চেয়ে অনেক গুণে বেশী। তাহা ছাড়া বাস-ট্যাক্সির মালিক ত নিজেদের ট্যাঁক হইতে পয়সা দিবেন না; দিবেন সাধারণ মানুষ। অথচ আজকের দিনে নানা কারণে বাসে যাতায়াত বাড়িয়াছে; সুতরাং পেট্রোলের উপর কর বসাইয়া সরকার বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। গন্ধতেল, সাবান না মাখিলেও চলিবে; কিন্তু রুটি খাইতেই হইবে, পরিধানে যেমনই হোক কিছু রাখিতে হইবে, আর অন্নসংস্থানের তাগিদে যাতায়াত অবশ্যই প্রয়োজন। তাই সরকার এই সব অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দিকে নজর দিয়া ভালই করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, নূতন কর ধার্যের ফলে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মূল্যমান নাকি ব্যাহত হইবে না। সাধারণ বুদ্ধির সাধারণ মানুষ; মসনদের ফানুস হইতে জগৎকে তাঁহারা রঙীন দেখিতে অভ্যস্ত নন। কাজেই মূল্যমান ব্যাহত হইবে না ইহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বুঝি নাই চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া দিয়া আমাদের কী উপকার হইল। আগে যে চিনি ১·৯০ প্রতি কিলোগ্রামে বিক্রয় হইত, এখন তাহা ২·১২ তে উঠিয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাক, নব ভূমিষ্ঠ বাজেট শিশুকে কাহারা কী চক্ষে দেখিতেছেন:

(১) ওরিয়েণ্ট চেম্বার অব কমারস এই বাজেটকে বলেছেন অর্থমন্ত্রীর সমাজবাদের পথে সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ।

(২) ভারত চেম্বার অব কমারস মনে করেন যে, শুল্ক ও কর বৃদ্ধিতে দেশে অনিবার্যভাবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে।

(৩) কলিকাতা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন বলিতেছেন—এই বাজেট সরকার ঘোষিত সমাজবাদ নীতি পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছে।

(৪) অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস অব কমারস অ্যাণ্ড ইনডাষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়ার মতে এই বাজেটে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বাড়াইবে।

(৫) কেহ বলিতেছেন এই বাজেট গরীব মানুষের উপকার করিবে।

(৬) সংসদ সদস্যদের সরকার বিরোধী এবং সরকার পক্ষের অনেকেই এই বাজেটকে ভাল বলিতে পারেন নাই।

উল্লেখিত বাজেটকে যাঁহারা অভিনন্দিত করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও গায়ে আঁচ লাগিতেছে না। বহু বাস-ট্রাক ডিজেলে চলে জানি; কিন্তু বাস-ট্রাক মালিকেরা যাহাতে ভাড়া বাড়াইতে পারেন অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে প্রতিটি পণ্যের জন্য বর্দ্ধিতমূল্য যাহাতে দিতে হয়, মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের উপর করভার সে পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। আমাদের যমযন্ত্রণা দুই দিক দিয়া: একধারে করের বোঝা, অন্যধারে মুদ্রাস্ফীতি। সরকার সবই করিলেন; তবু ২২০ কোটি টাকার ধাক্কা সামলাইতে আবার টাকশালের মুদ্রণযন্ত্র চালু করিতে হইবে। ইহাতেও জিনিসপত্রের দাম বাড়িবে।

ফলে দেখা যাইতেছে, 'গরিবী হঠাও' সরকারী নীতি আর 'সমাজবাদ'-এর সঙ্কল্প—এই দুইটিই বিচিত্র কাজ করিয়া চলিতেছে। দেশে গরীব রাখা হইবে না, তাঁহারা হঠিয়া কোথায় যাইবেন? এক মৃত্যু দয়া না করিলে উপায় নাই। আর সমাজ অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সমাজকে বাদ দিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, এই শ্রেণীর সমাজকে নিশ্চিহ্ন হইতে হইবে। যাঁহাদের ভোটের জোরে আজ মসনদ পাওয়া গেল, তাঁহাদের প্রতি আমরা যথেষ্ট সুবিচার করিয়া চলিয়াছি। এবারের বাজেটে এই ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সরকার কী জানেন ভারতের মানুষের মাথা পিছু আয় কত? আর কত তাহাকে ব্যয় করিতে হয়? আমরা বলি, ধনিকগোষ্ঠীকে বাদ দিয়া যদি গড়পড়তা হিসাব করা হয়, তবে এক ভয়ঙ্কর চিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে। তবুও প্রতিবৎসর নূতন নূতন কর বাড়ে, জিনিসের দাম বাড়ে, আর আমরা দিতে বাধ্য হই। এই অন্ধকারের অবসান কবে হইবে? রাত ভোর হইতে আর কত দেরী? নব কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাইয়া বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এই সাধারণ মানুষ-সিঁড়িতেই দিয়াছে। উপরতলায় উঠিয়া নিচের সিঁড়িকে তাই কেহ মনে রাখেন নাই। নিচের সিঁড়িতে নোনা ধরিয়া যে অবক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে একদিন সে ধ্বসিয়া যাইবে। তখনও কি আমরা 'সমাজবাদ' ও 'গরিবী'-দরদে উথলিত প্রাণ হইব?

লুঠতরাজ—বন্দুক ছিনতায় গ্রাম্যজীবনে ভীতির সঞ্চার

সাগরদীঘি থানার তেলাঙ্গল গ্রামে গত ২৮শে মে তারিখে বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীজনার্দ্দন মোড়লের বাড়ীতে লুঠতরাজ আরম্ভ হয় এবং ঘণ্টা তিনেক ধরে লুঠতরাজ চলে, ফলে শ্রীমোড়লের বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্র যথা ধান, গম, কাপড়-চোপড়, গহনা, টাকাপয়সা, রেডিও, এমন কি বন্দুকটা পর্য্যন্ত লুঠেরাগণ নিয়ে পালিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বেলা ৩টার সময় ২০।২৫ জন লোক শ্রীমোড়লের বাড়ীতে হঠাৎ ঢুকে পড়ে এবং সোজা উপরতলার ঘরে গিয়ে সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে—এদিকে অন্যান্য লোকেরা চাল, গম, সরিষা, যব, ২ গোলা ধান, বাসনপত্র, জামা-কাপড় বইতে সুরু করে। নগদ টাকা ২০০০৲ মত এবং ৪০।৪২ ভরি সোনার অলংকার, রেডিও এবং বন্দুক ও ৪০টা গুলি সমস্তই নিয়ে নেয়। শ্রীমোড়ল তখন বাড়ীতে ছিলেন না—কাজের জন্য অন্য যায়গায় গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে কোন প্রকার বাধা দিতে পারেনি—কারণ লুঠেরাদের হাতে একটি বন্দুক ছিল—রামদা, ছোরা ইত্যাদি ছিল। গ্রামের লোকেরা বাধা দিতে পারেনি—কারণ তাদের অনেকেই এই দলে পরে যোগ দেয়। লুঠেরাগণ এমন অবস্থা করেছে যে সেদিন সন্ধ্যায় যে তারা রান্না করে খাবে তার কোন সংস্থান রাখেনি। পাশের বাড়ী ও আত্মীয়দের নিকট হতে চাল, দাল, আলু, পিয়াজ এলে তবে রান্না চাপে।

পুলিশ সন্ধ্যা ৭।০ টায় গ্রামে আসে, পরদিন সি-আর-পি আসে এবং তাদের যৌথ উদ্যোগে লুটের মাল কিছু কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও জোর তল্লাসী চলছে। আসামীদের কাউকে কাউকে নাকি শ্রীমোড়লের ছেলে এবং স্ত্রী চিনে ফেলেছে। অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনও অনেকে গা-ঢাকা দিয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ স্বস্তি পাচ্ছে না নিরাপত্তার অভাবে। উদ্বেগের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও কালিতে ঘরে ঘরে ঝুল ও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

"ফোনে বদলীর আদেশ, রেডিওগ্রামে প্রত্যাহার"

গত ১৯।৫।৭১ তারিখে আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত "ফোনে বদলির আদেশ" শীর্ষক সংবাদে সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাবাবুকে হঠাৎ পুরুলিয়া জেলায় বদলী ব্যাপারে জনসাধারণের মনে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণ এই দারোগাবাবুর বদলীর আদেশ প্রত্যাহার করার ব্যাপারে যে দরখাস্ত মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্থানীয় এম-এল-এ শ্রীঅতুলচন্দ্র সরকার মহাশয়ের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছিল—মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই অবস্থা বুঝে উক্ত দারোগাবাবুর বদলীর আদেশটি রেডিওগ্রাম মারফত প্রত্যাহার করে নেন। ফলে দারোগা শ্রীহরিমোহন ব্যানার্জী আপাততঃ সাগরদীঘি থানায় রয়ে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভুল স্বীকার করে এই মত ব্যবস্থা করেছেন। দুষ্কৃতকারিগণের চক্রান্ত এখন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

শরণার্থী সমস্যা—অন্নে, বস্ত্রে ও রোগে

বাংলাদেশ হইতে যত শরণার্থী আজ পর্য্যন্ত বহরমপুর অঞ্চলে আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের থাকা-খাওয়া-পরা সমস্যার উপর নূতন এবং অনিবার্য উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। বহরমপুর অঞ্চলে শরণার্থীর মধ্যে ব্যাপকভাবে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। হাসপাতালে বহু কলেরা রোগী ভর্তি করা হইয়াছে। মৃত্যুও এই সব হতভাগ্যদের অনেকের শান্তি বিধান করিয়াছে। ফলে সমগ্র মুর্শিদাবাদে বিশেষতঃ যেখানে যেখানে শরণার্থী আসিয়াছেন, কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়ার খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বাজেট+ভাবনা=সমাধান

—সরলদেব কর

যাক্, একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। তিন রাত্রি ঘুমুতে পারিনি। কেবল দুর্ভাবনা কি করে সংসার চালাব। নয়া বাজেটে সব জিনিসের কর বাড়ল। কর বাড়ল পাঁচগুণ তো দোকানে জিনিসের দর বাড়ল পঁচিশগুণ। কিছুটি বলার উপায় নেই। খবরের কাগজ পড়ে মাথা খারাপ।

কিন্তু সমাধান হয়ে গেল। সেদিন সংবাদপত্রখানা মাথার কাছে রেখে শুয়ে শুয়ে ভাবছি ঘাটতি বাজেটের ১৭৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত করের কথা। এর মধ্যে কখন তন্দ্রা এসেছে। আর স্বপ্নে দেখা দিলেন বাজেটমন্ত্রী। বিজ্ঞ হাসিতে ভরা মুখ। একটু 'পজ্' নিয়ে বললেন—মূর্খ ভোটদাতা, এত ভাবছ কেন? বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার না? মন্ত্রীর সাক্ষাৎ এই প্রথম। থতমত খেয়ে কোন রকমে জিজ্ঞেস করলাম—কি রকম? একটিপ নস্য নিয়ে অভয়মুদ্রায় হাত নেড়ে বললেন—শোনো, বুঝিয়ে বলছি। তোমরা ভোটদাতারা, মন্ত্রীমহামণ্ডলীর আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পারনি। দেশে থেকে গরিবী হঠাও বলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সেটার রূপায়ন করতে হবে। জাতির জনক নিজে নেঁটি পরতেন আর লোককে বলতেন চরকা কাটো আর খদ্দর পরো। খদ্দর পরে ভদ্দর হওয়া যায় কি? আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা গরিবী

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

বেশে গেলে সম্মান পাব কেন? তাই ধীরে ধীরে চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে জাতির জনকের পথ একেবারে বর্জন করেছি। সুতী কাপড়ের দাম এমন চাপালাম যে, বাধ্য হয়ে রেশমী বস্ত্র পরবে; আর সাবানের দাম বাড়ান হয়েছে বলে ওই দামী কাপড় 'ড্রাই ওয়াশ' করবে। পাঁউরুটির দাম বেড়েছে; কিন্তু তার বিকল্প আছে নানা রকম মুখরোচক বিস্কুট, চিনির নিয়ন্ত্রণ তুলে দাম বাড়াবার সুযোগ দিলাম। মহাজনেরা খুসী হল। এখন বুদ্ধিখরচ করে মধু পান কর। এতে তোমার গায়ে করের আঁচ লাগবে না। সিগারেটের দাম বাড়ল ত কী? চুরুট খাবে! ডাকমাশুল-রেলমাশুল বেড়েছে। অতঃপর দ্রুতগামী বিমানে চড়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে আসবে। কাচ-চীনা মাটির বাসন গরীবের তৈজস, তাই দাম বাড়ান হল। বিকল্প স্ফটিক পাত্র। রবারের দাম বাড়ছে চামড়া-শিল্পের প্রসারে উৎসাহ দেবার জন্যে। এখন বুঝে দেখ, কিভাবে সব জিনিসের কর ও দর বাড়িয়ে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চমৎকার কৌশল অবলম্বন করেছি। তিনি আবার একটু 'পজ্' নিলেন। তারপর সংক্ষেপে বললেন—অনেক ভেবে চিন্তে দেশ শাসন করতে হয় বাপু। তোমরা আমাদের এই সব কলা-কৌশল ধরতে পার না, তাই আমাদের ভোট দিয়েও নিজেরা ভেবে মর। আমাদের এই সব কৌশল খাটানোর এলেম আছে বলেই না আমরা ভোট পাই!

—এরপর প্রথম পৃষ্ঠার নীচে দেখুন

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

৪৬নং ১৯৭১ অন্য

বাদী - ১। ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় দীং সাং বাড়ালা থানা রঘুনাথগঞ্জ

বনাম

প্রতিবাদী জনসাধারণ পক্ষে ও স্বয়ং ১। বিভূতি মণ্ডল ২। সুধাংশু মণ্ডল ৩। রাজেন্দ্র মণ্ডল ৪। খগেশ্বর মণ্ডল সাং তালাই থানা রঘুনাথগঞ্জ

মোঃ প্রতিবাদী ৫। বিন্দুবাসিনী দেবী স্বামী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। বিজয়কুয়ারী দেবী স্বামী ৺ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং নাকড়াকোন্দা, থানা শয়রাসোল, জেলা বীরভূম

যেহেতু উপরোক্ত বাদী উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় উপরোক্ত প্রতিবাদীগণ বিরুদ্ধে ও জনসাধারণ বিরুদ্ধে নালিশী রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত তালাই মৌজার ৫৬৭নং খতিয়ানের ২৩৫নং দাগের ৫৮ শতক পুকুর যাহা বেলেপুকুর নামে পরিচিত উক্ত পুকুর জলসেচের পুকুর না হওয়া এবং নালিশী পুকুরে প্রতিবাদীপক্ষের বা জনসাধারণ কাহারও জলসেচের অধিকার না থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রাপন জন্য ১০৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার দিন আগামী ১৯৭১ সালের ১৭/৬ তারিখে ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় জনসাধারণ-পক্ষে কাহারও বা প্রতিবাদীপক্ষ কোন আপত্তি বা জবাব দাখিল করিলে উক্ত ধার্য্য দিনে করিতে পারেন তজ্জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

অদ্য সন ১৯৭১ সালের ১৮/৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By Order of the Court

Sd/- K. R. Kar, Sheristadar, Munsif 1st Court. Jangipur